بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجبيل

إدارة التعليم

منهج الحديث الشريف

باللغة البنغالية (للمستوى الثاني)

إعداد : قسم البحث والترجمة

ترجمة : محمد عبد الله الكافي

হাদীছ শরীফ

লেভেল-২

অনুবাদঃ মুহাঃ আবদুলাহ্ আল কাফী

জুবাইল দা'ওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার
পো: বক্স নং ১৫৮০, জুবাইল-৩১৯৫১ সঊদী আরব
ফোন: ৩৬২৫৫০০ ফ্যাক্স: ৩৬২৬৬০০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও সর্বোত্তম রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

সম্মানিত শিক্ষক! নিম্নোল্লিখিত উপদেশাবলী লক্ষ্যণীয়ঃ

১- ছাত্রদের অন্তরে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এমন বিষয়ে তাদেরকে অনুশীলন করানো যা ইহ-পরকালে কল্যাণকর। এসব কিছুর প্রতিদান আশা করবে আল্লাহ্র কাছে। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

অর্থঃ মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে, ১) ছাদাকায়ে জারিয়া, ২) উপকারী বিদ্যা ও ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[১]

২- শিক্ষক তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন। আর তিনি হবেন সর্বোত্তম আদর্শ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَثَلُ العَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ، يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দান করে এবং নিজের আরাম-আয়েশ ভুলে যায়; তার উদাহরণ হচ্ছে মোমবাতির মত। মোমবাতি নিজেকে জ্বালিয়ে মানুষকে আলো প্রদান করে।"[২]

৩- শিক্ষক তাঁর স্কন্ধে অর্পিত আমানতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খাঁটি ঈমানের অধিকারী একটি সুন্দর জাতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন। একাজে তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদানের আশা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, সে তার বাস্তবায়নকারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে।"[৩]

৪- উস্তাদ লেবাস-পোশাক এবং চলাফেরায় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবেন, তিনি ধীর-স্থীর হবেন। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মানের সহিত লক্ষ্য রাখবেন, এবং শ্রেণী কক্ষে প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন।

৫- তিনি পাঠ্য বিষয়ের একটি সীমা নির্ধারণ করবেন। আর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি ছাত্রদের মেধানুযায়ী উত্তম নিয়মে সাজিয়ে নিবেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন।

৬- ছাত্রদের নিকট উদ্যমশীল ও আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে সওয়াল-জওয়াব (প্রশ্নোত্তর) উপস্থাপন করতে হবে। উস্তাদ ছাত্রদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শিক্ষানুযায়ী পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত পাকা-পোক্তভাবে শিখাতে মনোযোগী হবেন।

৭- শিক্ষক হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত।

---

[1] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: অসীয়ত, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর পর মানুষ যার ছওয়াব পায়। হা/ ৩০৮৪।

[2] . [ছহীহ্] ত্বরাণী কাবীর গ্রন্থে হা/ ২/১৬৮১ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৫৮৩১।

[3]. [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: ইমারত, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র পথের গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত। হা/ ৩৫০৯।

﴿ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ﴾

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম)এর নিকট দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল। একজন আলেম অন্যজন আবেদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বললেন, "আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমদের সাধারণ এক ব্যক্তির উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্, ফেরেস্তামন্ডলি এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা- এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে- এমনকি পানির মাছ- মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করে।"[১]

৮- তিনি ঐকান্তিক ভাবে যত্ন নিবেন- ছাত্রদের শিক্ষাকে তাদের বাস্তব জীবন এবং সমাজের ঘটমান অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে। আর এ ক্ষেত্রে তিনি চলমান পরিস্থিতি থেকে দু'একটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করবেন। যাতে করে তাদের বোধগম্য হয় যে, ইসলামের নীতিমালা বাস্তব ও যথার্থ এবং জীবন্ত ও সজীব আর উহা সর্বযুগে-সর্বস্থানে সমভাবে প্রযোজ্য।

৯- প্রথমে আল্লাহ্র উপর অতঃপর নিজের উপর আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের অনুভূতি ও চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। আর শিখাতে হবে অবসর সময়কে কিভাবে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারী কাজে ব্যবহার করা যায় তার আধুনিক পদ্ধতি। (আল্লাহ্ই সকল তাওফীকদাতা)

১০- হাদীছ সমূহ তাখরীজ করার পদ্ধতি নিম্ন-লিখিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ীঃ

ক) হাদীছ যদি ছহীহ্ বুখারী ও ছহীহ্ মুসলিম অথবা যে কোন একটিতে পাওয়া যায় তবে শুধু সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। (অন্য গ্রন্থে থাকলেও সেটা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি।)

খ) হাদীছ যদি বুখারী ও মুসলিম বা তাদের যে কোন একটিতে না পাওয়া যায়, তবে সুনানে আরবাআ অনুসন্ধান করা হয়েছে। (অর্থাৎ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে পাওয়া গেলে অন্য গ্রন্থের আর অনুসন্ধান করা হয়নি।)

গ) কুতুবে সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)এর মধ্যে হাদীছটি না পাওয়া গেলে কুতুবে তিসআর অবশিষ্ট গ্রন্থ (আহমাদ, মুআত্তা মালেক ও দারেমী) থেকে হাদীছ নেয়া হয়েছে।

ঘ) কুতুবে তিসআ বা উপরোক্ত নয়টি গ্রন্থের কোথাও হাদীছটি না পাওয়া গেলে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ রোমন্থন করে তার রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হাদীছের শব্দাবলী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রেফারেন্সে প্রথমে যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকবে তা থেকেই নেয়া হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্টভাবে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ হয়ে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। কুতুব সিত্তা এবং মুসনাদে আহমাদের ক্ষেত্রে দারুস্সালাম প্রকাশনীর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

২. এই পাঠ্যপুস্তকের শেষে ক্লাশ রুটিন অনুযায়ী পাঠ বন্টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনিভাবে পূর্ণ কোর্সে এই সাবজেক্ট কত দিন পড়ানো হবে তাও নির্ধারিত আছে। যাতে করে শিক্ষক সিলেবাস এবং কোর্স সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে দরস দান সম্পন্ন করতে পারেন।

৩. এই পাঠ্য সিলেবাসের মধ্যে যে কোন ধরণের ত্রুটি বা সে সম্পর্কে যদি কারো কোন পরামর্শ থাকে তবে দা'ওয়া সেন্টার শিক্ষা বিভাগে ডাকযোগে বা ই-মেইলে বা যে কোনভাবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

[১]. [ছহীহ্] তিরমিযী অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞানার্জন, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৯। ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৪২১৩।

শিক্ষার্থী ভাই! তোমার জন্য নিম্ন লিখিত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী পেশ করা হলঃ

১- হে ভাই! জেনে রাখ চর্চা ও প্রচেষ্টা ছাড়া তা জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে সবেচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে আলেমগণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِنَّمَا العِلْمُ بالتَّعَلُّمِ، وَالحِلْمَ بالتَّحَلُّمِ، ومَنَ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ﴾

অর্থঃ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই তো জ্ঞানার্জন করা যায়। ধৈর্যের অনুশীলন করার মাধ্যমে ধৈর্যশীল হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণ অনুসন্ধান করে তাকে উহা প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচানো হয়।"[১]

২- আরো জেনে রাখ ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানার্জন করার মর্যাদা অত্যধিক বেশী। এখন যদি ঐ জ্ঞান মৌলিক বিষয়ের হয় তবে তার মর্যাদা আরো বেশী। হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

(فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينكُمُ الوَرَعُ)

অর্থঃ ইবাদতের মর্যাদার চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা অধিক। তোমাদের ধর্মের মধ্যে উত্তম বিষয় হচ্ছে পরহেযগারিতা।[২]

৩- জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া মানে জান্নাতের একটি রাস্তা সহজ হয়ে যাওয়া। তোমার জন্য সৃষ্টিকুলের সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে তুমি নবীদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারবে। কাছীর বিন কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একদা দামেশকের মসজিদে আবু দারদা (রাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি একটি হাদীছের জন্য সুদুর মদীনা শরীফ থেকে আপনার কাছে আগমণ করেছি। আমি শুনেছি আপনি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আমি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমণ করিনি। আবু দারদা বললেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

﴿مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তা চলবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন। শিক্ষার্থীর (জ্ঞান শিক্ষা) কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেস্তারা তাদের জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে- এমনকি পানির মাছও। ইবাদত গুজার একজন ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক সেই রকম যেমন নক্ষত্ররাজির উপর একটি চাঁদের মর্যাদা। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকার। নবীগণ দ্বীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন শুধু মাত্র ইলম বা ওহীর জ্ঞান। যে ব্যক্তি উহা অর্জন করবে সে পরিপূর্ণ অংশ অর্জন করবে।"[৩]

৪- জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হওয়া রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া ও প্রশান্তি নাযিল হওয়ার মাধ্যম। আবু মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেন যে নবী ﷺ বলেছেন,

﴿لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾

---

[1] . [হাসান] দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে হা/ ২৯২৬৬। খতীব বাগদাদী হা/ ৯/১২৭ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ২৩২৮। সিলসিলা ছহীহা হা/ ৩৪২।

[2] . [ছহীহ] ত্বরাণী আওসাত গ্রন্থে হা/ ৩৯৭২ হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হা/ ১/৯২। ছহীহ্ তারগীব তারহীব আলবানী হা/ ৬৫।

[3] . [হাসান] আবু দাউদ, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। হা/ ৩১৫৭। তিরমিযী, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৬। ইবনু মাজাহ্ ভুমিকায় অনুচ্ছেদ: আলেমদের ফযীলত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ হা/ ২১৯। ছহীহ্ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৬৮।

অর্থঃ একদল লোক যখন কোন একস্থানে সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকির করে, তখনই ফেরেস্তা তাদেরকে ঘিরে রাখে, রহমত আচ্ছাদিত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তাদের কথা নিকটস্থ ফেরেস্তাদের নিকট আলোচনা করেন।"[১]

তাই নিয়তকে বিশুদ্ধ কর। এই জ্ঞানকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা থেকে সতর্ক হও। কেননা আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا ﴾

অর্থঃ "যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন ব্যক্তি শুধু এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে যে, তা দ্বারা দুনিয়ার সামগ্রী সংগ্রহ করবে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"[২]

৫- তারপর যা শিক্ষা গ্রহণ করেছো সে অনুযায়ী আমল কর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় চাই অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতিবৃদ্ধ হওয়া এবং কবরের আযাব হতে। হে আল্লাহ্ আমার অন্তরে তাক্বওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই উহাকে সর্বত্তোম পবিত্রতাকারী, তুমিই তার বন্ধু ও কর্তৃত্বকারী। হে আল্লাহ্ তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা ভীত হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন দু'আ থেকে যা কবূল করা হয় না।" [৩]

৬- এরপর এই জ্ঞানের প্রচার কর ও অন্যকে তা শিক্ষা দান কর। জ্ঞান গোপন করে রেখো না। কেননা নবী ﷺ বলেন,

﴿مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে তার প্রচার-প্রসার করে না তার উদাহরণ এমন ব্যক্তির সাথে যে শুধু সম্পদ অর্জন করে কিন্তু খরচ করে না।" (ত্বারাণী)

৭- জেনে রেখো! এই অফিস, অফিসের শ্রেণী কক্ষ, সিলেবাস পুস্তক সবই হচ্ছে ছাদাকায়ে জারিয়া। এগুলো তোমার জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। তুমি এগুলোর সংরক্ষণে সচেষ্ট হও, যাতে করে অন্যরাও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। যদি তোমার কাছে কোন পরার্মশ বা মন্তব্য বা অভিযোগ থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীলগণ সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করবেন এবং সমাধানের উদ্দ্যোগ নিবেন।

মহান আরশের অধিপতি সুমহান আল্লাহ্র সুউচ্চ দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য- নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন।

---

[1] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির দু'আ তওবা ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যিকির এবং কুরআন পাঠের জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলত। হা/ ৪৮৬৮

[2] . [ছহীহ] আবু দাউদ অধ্যায়: ইলম অনুচ্ছেদ: গাইরুল্লাহর জন্য জ্ঞানার্জন। হা/ ৩১৭৯ ইবনু মাজাহ অধ্যায়: ভুমিকা, অনুচ্ছেদ: জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ ও আমল করা। হা/ ২৪৮ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৯৯।

[3]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির, দুআ ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যা করা হয় এবং না করা হয় তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা।

প্রথম হাদীছ

عن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنَّ اللهَ تعالى طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إلاَّ طَيِّباً ، وَ إنَّ اللهَ أمَرَ المُؤْمِنِيْنَ بِماَ أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ تعالى: (يَا أَيُّهاَ الرُّسُلُ كُلُوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوْا صَالِحاً) وَقَالَ تعالى: (يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ ماَ رَزَقْناَكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْــهِ إلى السَّماَءِ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ مِنْ حَرَامٌ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ ؟"

সরল বঙ্গানুবাদঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের প্রতি যা নির্দেশ পাঠিয়েছেন, মু'মিনদের প্রতিও তাই পাঠিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهاَ الرُّسُلُ كُلُوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوْا صَالِحاً﴾

অর্থঃ হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার্য গ্রহণ কর এবং সৎকর্ম কর। (সূরা মু'মেনূনঃ ৫১) তিনি মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেন,

﴿يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ ماَ رَزَقْناَكُمْ ﴾

অর্থঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী থেকে আহার গ্রহণ কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলায়িত কেশ ও ধুলায়মান পোশাক নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, তার রক্ত-মাংস হারাম দ্বারা গঠিত। এমতাবস্থায় কি করে তার দু'আ কবূল হতে পারে?"[১]

রাবী পরিচিতিঃ

এই হাদীছের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ)। খায়বার বিজয়ের বছর ৭ম হিজরীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীছ শিক্ষার জন্য তিনি সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনি সবচাইতে অধিক হাদীছ বর্ণনা করেন।

হাদীছের গুরুত্বঃ

হাদীছটির গুরুত্ব অত্যধিক। ইহা দ্বীনের মূলনীতি সমূহের অন্তর্গত। এখানে খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, হালাল রোজগার থেকে হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অপবিত্রতা তথা যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা দু'আ কবূল না হওয়ার জন্য হারাম কামাই হলো অন্যতম কারণ। অথচ দু'আ এমন এক বিরাট ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব।

---

[1] - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ হালাল সম্পদ থেকেই সাদকাহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, হাদীছ নং- ১৬৮৬।

ক্লাশ নোট

যাবতীয় ত্রুটি থেকে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পবিত্রঃ

আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় ত্রুটি ও দোষ থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি সঙ্গীনি ও সন্তানাদি থেকেও মুক্ত। তিনি এরশাদ করেন,

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾

অর্থঃ "তারা বলে আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। হয়তো এর কারণে এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে তারা দয়াময় আল্লাহ্র সন্তান আছে দাবী করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।" (সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯২) আল্লাহ তা'আলা নিজেকে জুলুম থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা কারো উপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।" (সূরা নিসাঃ ৪০) নিদ্রার অভাব থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণায় তিনি এরশাদ করেন,

﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

অর্থঃ "নিদ্রা, তন্দ্রা কোনটাই তাঁকে স্পর্শ করে না।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৫)

এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র" একথা বলে তাঁকে যাবতীয় ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। কেননা 'পবিত্র' অর্থ হল-বিশুদ্ধ, পুত-পবিত্র, যাকে সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

গ্রহণীয় হওয়ার অর্থঃ

এই হাদীছে বলা হয়েছে "পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণীয় হবে না।" আরো অনেক হাদীছে বিভিন্ন প্রেক্ষীতে গ্রহণীয় হবে না বা 'কবূল হবেনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই কবূল না হওয়া বলা হয়েছে নিষিদ্ধ কোন বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কারণে বা কোন শর্ত ভঙ্গ করার কারণে অথবা আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায় এমন আমলের কোন রুকন পরিত্যাগ করার কারণে। সুতরাং এই কবূল না হওয়া অর্থ কি? বিদ্বানদের ব্যাখ্যানুযায়ী এর অর্থ জানা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন হাদীছে 'গ্রহণীয় নয়' বলে আমলের ছাওয়াব ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। যদিও অর্পিত আমল আদায় হয়ে যায় এবং ব্যক্তি জিম্মা মুক্তও হয়ে যায়। যেমন রাসূসুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,

﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ﴾

অর্থঃ 'আতর সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলা মসজিদে এসে নামাজ আদায় করলে ফিরে গিয়ে নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার মত গোসল না করা পর্যন্ত তার নামাজ কবূল হবে না।'[১]

আবার কোন কোন হাদীছে 'কবূল হয় না' দ্বারা- আমল বিশুদ্ধ হয় না বা উহা 'বাতিল' বুঝানো হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ﴾

[1] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়া, হাদীছ নং- ৬৭৫। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যিনাত, অনুচ্ছেদঃ সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ, হাদীছ নং- ৫০৩৮। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তারাজ্জুল, অনুচ্ছেদঃ সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলাদের বের হওয়া, হাদীছ নং- ৩৩০।

ক্লাশ নোট

অর্থঃ তোমাদের কারো অযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় অযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার নামাজ কবূল করবেন না।[১] অর্থাৎ অযু বিহীন নামাজ আদায় করলে উহা যেমন জিম্মা মুক্ত হয়ে আদায় হবে না, ঠিক তেমনি আল্লাহ উহা কবূলও করবেন না। বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

আলোচ্য হাদীছে "পবিত্র ব্যতীত কবূল করেন না" এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিদান, পুরস্কার ও সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে না এবং উহার সম্পাদনকারী ফেরেশতাদের নিকট তার ব্যাপারে প্রশংসা ও সাধুবাদ এবং গর্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

কিন্তু হারাম সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণীয় হয় না বরং উহা বাতিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,

﴿لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ﴾

অর্থঃ "পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবূল করা হবে না। এবং গণীমতের মাল থেকে খেয়ানতকৃত সম্পদ থেকে দানও গ্রহণ করেন না।"[২]

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, হারাম সম্পদের প্রকৃত মালিক না পাওয়া পর্যন্ত উহা সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। উহা সদকা হিসাবে কাউকে দান করা বৈধ হবে না।

হালাল সম্পদ থেকে আহার করাঃ

এই হাদীছে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা থেকে আহার্য গ্রহণ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র উপার্জন গ্রহণ এবং আল্লাহর হারাম থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ﴾

অর্থঃ "তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস এবং সে সব প্রাণী, যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।" (সূরা বাকারাঃ ১৭৩)

আল্লাহর হারামের সীমা প্রশস্ত নয়; বরং উহা সংকীর্ণ ও অতি অল্প। অপরদিকে হালালের সীমা অনেক প্রশস্ত এবং অসংখ্য। সুতরাং খানা পিনা ও উপার্জনের ক্ষেত্রে পবিত্র ও হালাল পন্থা অবলম্বন করা প্রত্যেক বান্দার উপর ওয়াজিব ও অবশ্য কর্তব্য। কেননা হারাম বস্তু ইবাদত এবং দু'আ কবূল না হওয়ার অন্যতম কারণ।

আমল কবূল হওয়ার শর্তসমূহঃ

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সৎকর্ম করার। তিনি বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾

অর্থঃ "অতঃপর যে স্বীয় প্রভুর সাক্ষাত পেতে চায় সে যেন সৎ কর্ম করে। এবং তার ইবাদতে যেন প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফঃ ১১০) কিন্তু এই সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রাখা হয়েছে। তম্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত এই হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু কবূল করেন না। সুতরাং সাদকা- দান ইত্যাদিসহ যাবতীয় আমল পবিত্র ব্যতীত গ্রহণীয় হবে না। একথার সাক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

অর্থঃ "তাঁরই দিকে আরোহন করে সৎ বাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।" (সূরা ফাতিরঃ ১০) সৎ বাক্য হচ্ছে আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দু'আ-ইত্যাদি। আর যাবতীয় কথা কাজ পবিত্র হওয়ার অর্থ হল উহা রিয়া, অহংকার, পার্থিব উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থানুযায়ী আদায় করা।

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হিয়াল, অনুচ্ছেদঃ যাকাত দেয়ার ভয়ে একত্রিত সম্পদ পৃথক করা যাবেনা, হাদীছ নং- ৬৪৪০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাহারাত, অনুচ্ছেদঃ নামাযের জন্য অযু আবশ্যক, হাদীছ নং- ৩৩০।

[2] . (ছহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ নামাযের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক। হা/৩২৯।

ক্লাশ নোট

দু'আর আদব এবং উহা কবূল হওয়ার কারণ সমূহঃ

(১) দু'আ কবূল হওয়ার আশায় দীর্ঘ সফর করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিন ব্যক্তির দু'আ কবূল হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই (ক) মজলুমের দু'আ, (খ) মুসাফির ব্যক্তির দু'আ, (গ) সন্তানের উপর পিতার বদ্ দু'আ।[১] সফর অবস্থায় দু'আ কবূল হওয়ার কারণ হল দীর্ঘ একাকিত্ব, ক্লান্তি ও পরিশ্রমের কারণে মানুষের অন্তর স্বাভাবিকভাবে বিনয়ী ও নম্র হয় এবং তখন সে করজোড়ে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে। তখন তিনি তা কবূল করেন। কেননা অন্তরের বিনম্রতাই তো দু'আ কবূলের প্রধান মাধ্যম।

(২) পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আকৃতিতে মলিনতা প্রকাশ করা, এলায়িত কেশে ধুলোমলিন অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা (অবশ্য এ অবস্থা সফর ব্যতীত অন্য কোন সময় সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধুলায়িত কেশে ধুলায়মান অবস্থায় আল্লাহকে ডাকে।" তিনি আরো বলেন,

﴿ رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ﴾

অর্থঃ "এলো কেশ বিশিষ্ট এমন অনেক আল্লাহ্র বান্দা রয়েছেন, যাকে বিভিন্ন দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কথার কোন গুরুত্ব দেয়া হয়না এবং তার কোন সম্মান করা হয় না। অথচ তিনি যদি আল্লাহর নামে কোন শপথ করেন, তবে আল্লাহ তা পূরা করেন।"[২]

(৩) আকাশের দিকে দু'হাত প্রসারিত করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী থেকে উক্ত কথা নেয়া হয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ﴾

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত ও লাজুক। বান্দা যদি দু'হাত তুলে তাঁর নিকট প্রর্থনা করে তবে নিরাশার সাথে শুন্য অবস্থায় উহা ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা বোধ করেন।"[৩] তাছাড়া তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইস্তেস্কার সময় (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা) ও বদরের প্রান্তরে হাত তুলে দু'আ করেছেন।

হাত তুলে দু'আ করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে তম্মধ্যেঃ

* শুধুমাত্র তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করা। মিম্বারে দাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করতেন।

* দু'হাত উত্তোলন করে উহার পৃষ্ঠদেশ কিবলার দিকে রাখা। ইস্তেস্কার দু'আয় এপদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

* দু'হাত উঠিয়ে উহার পৃষ্ঠদেশ আকাশের দিকে রাখা। এপদ্ধতি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইস্তেস্কার জন্য দু'আ করেছেন। তখন তিনি উভয় করতলের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৪]

(৪) এক দু'আ বার বার করা এবং তাতে বিশেষভাবে অনুরোধ-উপরোধ করা। প্রার্থনায় দৃঢ় সংকল্প থাকা। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দু'আ করতেন তখন এক দু'আ তিনবার বলতেন। যখন কোন কিছু চাইতেন তখন তিনবার চাইতেন। তিনি কুরায়শ কাফেরদের উপর বদ দুআ করার সময় বলেছিলেন, হে আল্লাহ কুরাইশদের ধ্বংস করুন! হে আল্লাহ কুরাইশদের ধ্বংস করুন!! হে আল্লাহ কুরাইশদের ধ্বংস করুন!!![৫]

---

[1] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায।

[2] - সহীহ জামে আলবানী।

[3] - (সহীহ) তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ)এর দু'আ, হাদীছ নং- ৩৪৭৯। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাত, অনুচ্ছেদঃ দু'আ, হাদীছ নং- ১২৭৩। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দু'আ, হাদীছ নং- ৩৮৫৫। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল-জামেউ, প্রথম খন্ড, হাদীছ নং- ১৭৫৭, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীছ নং- ২৭২।

[4] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাতুল ইস্তিস্কা, অনুচ্ছেদঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে দু'আর সময় দু'হাত উঠানো, হাদীছ নং- ১৪৯২।

[5] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল অযু, অনুচ্ছেদঃ নামাযীর পিঠের উপরে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হলে, হাদীছ নং- ২৩৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের পক্ষ থেকে নবী (সাঃ) কষ্ট পাওয়ার বর্ণনা, হাদীছ নং- ৩৩৪৯।

ক্লাশ নোট

(৫) খানা-পিনা এবং পরিধেয় বস্ত্র হালাল উপার্জন থেকে হওয়া দু'আ কবূল হওয়ার অন্যতম শর্ত। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিভাবে তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে- অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম উপার্জন থেকে? "আশ্চর্য প্রকাশার্থে এবং এ ধরনের ব্যক্তির দু'আ যে কবূল হবেনা একথা বর্ণনা করার জন্য তিনি এখানে প্রশ্ন বোধক বাক্য ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্নমালা

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু .....। হাদীছের বাকী অংশ পূর্ণ করুন।
২. হদীছের বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন?
৩. "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় যাত পাককে যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন "হাদীছ থেকে এর প্রমাণ দিন?
৪. আলোচ্য হাদীছে "পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু কবূল হবে না" বলা হয়েছে। এখানে "কবূল হবে না" দ্বারা কি উদ্দেশ্য?
৫. আমল কবূল হওয়ার জন্য কি শর্ত করা হয়েছে?
৬. দু'আ কবূল হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করুন?

দ্বিতীয় হাদীছ

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه–قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لاَ إله إلا الله وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لَلْجَمَاعَةِ

হাদীছের বঙ্গানুবাদঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল" একথার সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়। তবে নিম্ন লিখিত তিনটি কারণের যে কোন একটি ব্যতীত (অর্থাৎ যে কোন একটি কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ) কারণ তিনটি হলঃ (১) বিবাহিত ব্যভিচারী (২) অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যাকারী (৩) মুসলমানদের জামায়াত পরিত্যাগকারী তথা ধর্মত্যাগী।"[১]

রাবী পরিচিতিঃ

হাদীছের বর্ণনাকারী হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের মধ্যে একজন অন্যতম ছাহাবী। তিনি ছাহাবীদের মধ্যে একজন বড় ধরনের আলেম ছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে কূফা নগরীর গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। ৩২হিঃ সনে তিনি মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন।

হাদীছের গুরুত্বঃ

আল্লামা ইবনে হাজার হায়ছামী (রঃ) এই হাদীছের মর্যাদায় বলেনঃ হদীছটিতে একটি ভয়ানক মূলনীতি বয়ান করা হয়েছে। কেননা এখানে সবচাইতে ভীতিকর একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে রক্ত সম্পর্কিত অর্থাৎ কোন ধরণের মানুষকে হত্যা করা বৈধ এবং কাকে হত্যা করা অবৈধ।

মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হারাম প্রসঙ্গেঃ

আলোচ্য হাদীছে একথা প্রমাণ করে যে, কোন মুসলিম যদি ইসলামের যাবতীয় হক আদায় করে চলে, তবে তার রক্ত পবিত্র, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে অনেক প্রমাণ এসেছে। তম্মধ্যে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

১. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বৈধ কোন কারণ ব্যতীত হত্যা করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা যন্ত্রনাদায়াক আযাবের সংবাদ দিয়েছেন। দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় আমল বরবাদ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামতের দিন তার কোন হিতাকাঙ্খী সাহায্যকারী থাকবে না বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ হত্যা করা, হাদীছ নং- ৬৩৭০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাসামাহ-------, অনুচ্ছেদঃ যে কারণে মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল হয়, হাদীছ নং- ৩১৭৫।

ক্লাশ নোট

অর্থঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত সমূহের সাথে কুফরী করে এবং নাহক্বভাবে নবীগণকে হত্যা করে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। এরা এমন লোক যাদের আমল সমূহকে দুনিয়া এবং আখেরাতে বরবাদ করা হয়েছে। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা আলে-ইমরানঃ ২১-২২)

২. কোন অধিকার ব্যতীত ইচ্ছাকৃত যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে খুন করবে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন ও তাকে লা'নত করবেন এবং এ ধরনের পাপীর জন্য তৈরী করে রেখেছেন বিরাট শাস্তি। তিনি ঘোষণা করেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, তথায় সে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লা'নত করেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন তার জন্য কঠিন শাস্তি।" (সূরা নিসাঃ ৯৩)

৩. অন্যায়ভবে হত্যা করা হাদীছের উল্লেখিত সাতটি ধ্বংসকারী কাজের মধ্যে একটি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, সে সাতটি কাজ কি হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, সত্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া।[১]

তিনি আরো ঘোষণা করেন, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে নাহকভাবে হত্যা করার চাইতে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা আল্লাহর নিকট অধিক সহজ ব্যাপার।[২] সুতরাং একজন মুসলমানের রক্ত তো নিরাপদ। আর নিরাপত্তা তার সাথে সর্বদা সংশ্লিষ্ট থাকে। এই নিরাপত্তা ধ্বংসকারী কোন কাজ না করলে তা বিদূরীত করা কারো অধিকার নেই।

বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলেঃ

মুসলমানদের ঐক্যমত অনুযায়ী ব্যভিচারী বিবাহিত পুরুষ বা মহিলার শাস্তি হলো তাকে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মা'য়েজ নামক জনৈক ব্যক্তি এবং গামেদী বংশের একজন মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন।

ইসলামের প্রথম যুগে ব্যভিচারীনির ব্যাপারে বিধান ছিল- তাকে বন্দী করে রাখতে হবে -তার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কোন ফয়সালা আসা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট বিধান এসে যায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ"তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তাদের মুক্তির পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেনাকারী অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকের শাস্তি ১০০ কোড়া এবং একবছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকের শাস্তি হল ১০০ বেত্রাঘাত ও রজম।

এ হাদীছের প্রকাশ্য বিধান পূর্বসূরী একদল আলেম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আহ্‌মদ, ইসহাক, হাসান বাসরী (রঃ) প্রমুখ অন্যতম। তাঁরা বিবাহিত ব্যভিচারীকে ১০০ কোড়া মারা ওয়াজিব বলেছেন। তাঁদের মতের স্বপক্ষে ওমর (রাঃ)এর বিচার সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্য। তিনি হামাদান গোত্রের মহিলা শুরাহাকে ১০০ বেত্রাঘাত করার পর বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কুরআনের বিধান অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত অনুযায়ী রজম করেছি।

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওয়াস্ ওয়াসা, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয় যারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে----, হাদীছ নং- ২৫৬০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ কবীরা গুনাহ এবং সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি- তার পরিচয় সম্পর্কে, হাদীছ নং- ১২৯।

[2] - (সহীহ) নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবু তাহরীমিদ্ দাম, অনুচ্ছেদঃ মুসলিম ব্যক্তির রক্তের সম্মান, হাদীছ নং- ৩৯২২। তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার ভয়াবহতা, হাদীছ নং- ১৩১৫। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল-জামেউ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীছ নং- ৫০৭৭, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, তৃতীয় খন্ড, হাদীছ নং- ২০২।

ক্লাশ নোট

ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করাঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী, "জানের বিনিময়ে জান।" মুসলমান জাতির উলামাগণ একথার উপর ঐক্যমত হয়েছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে কেউ যদি হত্যা করে তবে তার কেসাস নিতে হবে। মহান প্রভুর কিতাব আল-কুরআন একথার বড় দলীল,

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾

অর্থঃ "সেখানে তাদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৫) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থঃ "এবং কেসাসের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন হে জ্ঞানবান মানুষ।" (সূরা বাকারাঃ ১৭৯)

নিহত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক হত্যাকারী থেকে কেসাস নিতে হবে। হত্যাকারী পুরুষ হোক বা মহিলা। একথার দলীল হলো, (১) পবিত্র কুরআনের সাধারণ উক্তিসমূহ। (২) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন কিশোরীকে হত্যা করার কারণে হত্যাকারী ইহুদীকে হত্যা করেছিলেন।[১] অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে সে কেসাস থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কেসাস থেকে রেহাই পাবেঃ

১) পিতা যদি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করে, তবে কেসাস স্বরূপ পিতাকে হত্যা করা যাবে না। জমহুর তথা অধিকাংশ আলেম এ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের দলীল হল এইহাদীছ,

﴿ لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ﴾

অর্থঃ "সন্তান হত্যার দায়ে পিতাকে হত্যা করা হবে না।"[২]

২) কোন কাফেরকে হত্যা করার কারণে হত্যাকারী মুসলিম ব্যক্তি থেকে কেসাস নেয়া যাবে না। নিহত ব্যক্তি যদি কাফের হারবী হয় অর্থাৎ মুসলিম শাসনের অধীনে নয় এ রকম কাফের হয়, তাহলে এধরণের কাফেরকে হত্যার কারণে মুসলিম ব্যক্তি থেকে কেসাস নেয়া যাবে না এব্যপারে কোন মতভেদ নেই।

কিন্তু সে যদি কাফের জিম্মী হয় অর্থাৎ মুসলিম শাসকের জিম্মায় বসবাস করে অথবা সে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে জমহুর তথা অধিকাংশ উলামার মত অনুযায়ী এ ক্ষেত্রেও কেসাস নেয়া যাবে না। তাঁদের দলীল হল এই হাদীছ,

﴿ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْه هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ﴾

অর্থঃ আবু যুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কিতাবে যা আছে, তা ব্যতীত আপনাদের কাছে আরো কোন অহী আছে কি? আলী (রাঃ) বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপাদন করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যা আছে এবং আমার হাতে যে ছহীফাটি দেখছ, তা ব্যতীত আমাদের কাছে আর কিছুই নেই, তবে আল্লাহ যাকে এই কুরআনের জ্ঞান দান

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ মহিলাকে হত্যাকারী পুরুষকেও কেসাস স্বরূপ হত্যা করা, হাদীছ নং- ৬৩৭৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাসামাহ, অনুচ্ছেদঃ পাথরের আঘাতে হত্যা করলেও কেসাস নিতে হবে, হাদীছ নং- ৩১৬৫।

[2] - (সহীহ) তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে পিতা হতে কেসাস নেয়া হবে কি না? হাদীছ নং- ১৩২০। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ পুত্রকে হত্যাকারী পিতা হতে কেসাস নেয়া যাবেনা, হাদীছ নং- ২৬৫২। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

ক্লাশ নোট

করেছেন, তার কথা ভিন্ন। আমি বললাম, আপনার হাতের ছহীফাটিতে কি আছে? উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, এতে আছে দিয়াত তথা রক্তপন ও বন্দীদেরকে মুক্ত করার বিধান এবং এও রয়েছে যে, কাফেরকে হত্যাকারী মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

৩) কোন কৃতদাসকে হত্যা করার কারণে হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি থেকে কেসাস নেয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তায়া'আলা ঘোষণা করেছেন, (الحــر بــالحر) "স্বাধীন ব্যক্তির কারণেই স্বাধীন ব্যক্তি থেকে কেসাস নিতে হবে।" (সূরা বাকারাঃ ১৭৮)

ইমাম সানআনী বলেন, এই বাক্যটি সীমাবদ্ধতার প্রতি নির্দেশ দিচ্ছে। অর্থাৎ- স্বাধীন ব্যক্তি থেকে কেসাস নেয়া শুধু স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব কোন কৃতদাস হত্যা করার কারণে তার থেকে কেসাস নেয়া যাবে না।[১]

সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তি কোন কৃতদাসকে হত্যা করলে, তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। সে যদি অপরের দাসকে হত্যা করে, তবে চড়ামূল্য পরিশোধ করবে। যদিও সেই মূল্য স্বাধীন ব্যক্তির রক্ত পনের মূল্যের চাইতে বেশীও হয়। আর যদি নিজের কৃতদাসকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি হল- হাদীছে এসেছেঃ "জনৈক ব্যক্তি স্বীয় কৃতদাসকে বন্দী অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করেন এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দেন। গণীমতের মালে মুসলমানদের সাথে তার অংশের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।[২] অধিকাংশ আলেম উক্ত মত পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম মালেক, আহমদ, শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর বিধানঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَــارِقُ لَلْجَمَاعَــةِ "মুসলমানদের জামায়াত পরিত্যাগকারী ধর্মত্যাগীকে হত্যা করা বৈধ।" শরীয়ত বিশেষজ্ঞ পন্ডিতগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইসলাম ত্যাগীকে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া সত্বেও সে যদি ইসলামে ফিরে না আসে; বরং কুফরীর উপর অবিচল থাকে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। উল্লেখিত হাদীছ একথার স্পষ্ট দলীল। অন্য হাদীছে এসেছে,

《 عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ 》

অর্থঃ "ইকরিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ)এর কাছে কতিপয় মুরতাদকে আনা হলে, তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করতাম না। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করতাম। তিনি বলেছেন, যে তার ধর্মকে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে তাকে হত্যা কর।"[৩]

তাছাড়া আবু বকরও (রাঃ) মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। মুরতাদ যদি মহিলা হয় তবে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। তবে অধিকংশের মতে তাকেও হত্যা করতে হবে। ব্যাপক অর্থবোধক সাধারণ দলীলগুলোর আলোকে তাঁরা এমত পোষণ করেছেন। কেননা কোন মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে কি না এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন বিধান আসে নাই।

---

[1] - সুবুলুস সালাম লিল ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস-সানআনী (রঃ), তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৩৩।

[2] - (হাদীছটি অত্যন্ত দূর্বল) ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসকে হত্যা করার কারণে কি স্বাধীনকে হত্যা করা হবে? হাদীছ নং- ২৬৫৪।

[3] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু ইস্তিতাবিল মুরতাদ্দীন, অনুচ্ছেদঃ মুরতাদ নরনারীর বিধান, হাদীছ নং- ৬৪১১।

ক্লাশ নোট

প্রকাশ থাকে যে, কোন পার্থক্য ছাড়াই শাস্তি ও দন্ডের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এক সমান। সুতরাং মহিলার উপরও ধর্মত্যাগের দন্ড প্রজোয্য হবে। এতে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

হাদীছে উল্লেখিত তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে হত্যা করাঃ

হাদীছে উল্লেখিত তিনটি কারণ ছাড়াও মুসলিম ব্যক্তিকে অন্য কোন কারণে হত্যা করা বৈধ হতে পারে। অবশ্য এ কারণগুলো উক্ত তিনটি কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. **লেওয়াত করা** অর্থাৎ পুরুষ পুরুষের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া। এরূপ মুসলিম ব্যক্তি বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত তাকে হত্যা করতে হবে। এমত পোষণ করেন সাহাবী আবু বক্র (রাঃ), আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ), আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, জাবের (রাঃ), ইমাম যুহরী, মালেক, ইসহাক, আহমাদ, শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ উলামায়ে কেরাম। তারা ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করেন।

﴿ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ﴾

অর্থঃ "লূত (আঃ)এর সম্প্রদায় যে কাজ করত, তা যদি কেউ করে তবে তাকে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা কর।"[১]

২) **মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টকারী বা তাদের শক্তি খর্বকারী**কে হত্যা করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেন, "তোমরা একজন ব্যক্তির অধিনে ঐক্যবদ্ধ, এমতাবস্থায় কেউ যদি তোমাদের এই ঐক্যবদ্ধ জামায়াতকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় বা তোমাদের ঐক্যের শক্তিকে খর্ব করতে চেষ্টা করে, তবে তোমরা তাকে হত্যা কর।"[২]

তিনি আরো ঘোষণা করেন,

﴿ إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا ﴾

অর্থঃ "খলিফা (শাসক) হিসেবে যদি দু'জন ব্যক্তির নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) নেয়া হয়, তবে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা কর।"[৩]

৩. **পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করা।** যেমনঃ ডাকাতি করা, দস্যুবৃত্তি করা, ছিনতাই করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থঃ "যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ হল তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (সূরা মায়েদাঃ ৩৩)

৪) **নামায পরিত্যাগকারীকে হত্যা করা হবে।** কারণ সে কাফের। তাই তার সাথে কাফেরের ন্যায় ব্যবহার করা হবে।

৫) **যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ** বা কোন মহিলাকে অপহরণ বা তার সাথে অপকর্ম করার চেষ্টা করবে, তাকেও হত্যা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[1] - (সহীহ) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদঃ লূত (আঃ)এর সম্প্রদায়ের কাজ যারা করবে, হাদীছ নং- ৩৮৬৯। তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদঃ লূত (আঃ)এর কাওমের লোকদের কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি, হাদীছ নং- ১৩৭৬। ইমাম আলবানী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইরওয়াউল গালীলে হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীছ নং- ২৩৫০।

[2] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদঃ ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদেরকে যে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তার বিধান, হাদীছ নং- ৩৪৪৩।

[3] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদঃ দু'জন খলীফার হাতে বায়আত গ্রহণ করা হলে, হাদীছ নং- ৩৪৪৪।

ক্লাশ নোট

﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ﴾

অর্থঃ "এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক এসে যদি আমার মাল ছিনতাই করে নিতে চায়, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল নিতে দিও না। লোকটি বলল, সে যদি আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন আমি কি করব? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমিও তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলে, তখন আমার অবস্থা কেমন হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি আল্লাহর কাছে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। লোকটি আবার বলল, আমি যদি তাকে হত্যা করতে পারি, তখন কি হবে? তিনি বললেন, সে জাহান্নামী হবে।"[১]

৬. **যাদুকরকে হত্যা করা বৈধ।** ইমাম আহ্মাদ, মালেক, আবু হানীফা, ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ) প্রমুখ এ মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যাদু করেই সে কুফরী করেছে। তার বিধান ধর্মত্যাগীর বিধানের মতই। সুতরাং ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে যে সকল দলীল রয়েছে যাদুকারীর ক্ষেত্রেও এ দলীলগুলো প্রযোজ্য। যেমন বর্ণিত হয়েছে ওমর, উসমান, হাফসা, জুনদুব বিন আবদুল্লাহ, জুনদুব বিন কা'ব, কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবা থেকে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, তার যাদুতে যদি কুফরী প্রমাণিত হয় তবেই তাকে হত্যা করতে হবে। মুআত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত এর পক্ষে দলীল হিসাবে প্রজোয্য। মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জুরারা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত এসেছে যে, 'উম্মুল মু'মেনীন হাফসা (রাঃ)এর জনৈক কৃতদাসী যাদু করেছিল। হাফসা তাকে হত্যার ফতোয়া দিয়েছিলেন।'[২]

হাদীছের শিক্ষাঃ

১) ইজ্জতের সংরক্ষণ এবং উহার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এই হাদীছ উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছে।
২) যেমন উদ্বুদ্ধ করে মুসলমানদের সাথে জামায়াত বদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতি। এবং মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার প্রতি।
৩) অপরাধীদের অপরাধ দমন এবং সমাজকে বিশৃংখলা ও পাপাচার থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা দন্ড বিধিসমূহ নির্ধারণ করেছেন।
৪) আলোচ্য হাদীছে নিরাপরাদ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে সাবধান করা হয়েছে।

প্রশ্নমালাঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় ---- ----- ---- ---- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ।
২. হাদীছের বর্ণনাকারীর পরিচয় দিন?
৩. হাদীছের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

---

[1] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ হস্তগত করতে চায়, হাদীছ নং- ২০১।

[2] - (সহীহ) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (রঃ), অধ্যায়ঃ কিতাবুল উকূল, অনুচ্ছেঃ যাদুর বিধান, হাদীছ নং- ১৩৬৯। বায়হাকী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৩৬। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

৪. নিম্নলিখিত বিষয়ে কুরআন থেকে একটি এবং হাদীছ থেকে একটি দলীল উল্লেখ করুন?
   (ক) মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা অবৈধ।
   (খ) ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী থেকে কেসাস নেয়া।
৫. বিবাহিত এবং অবিবাহিত ব্যাভিচারীর শাস্তি কি? দলীলসহ উল্লেখ করুন।
৬. কোন ধরনের ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী কেসাস থেকে মুক্তি পাবে?
৭. আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য যে সকল কারণে অপরাধীকে হত্যা করা বৈধ, তার মধ্যে থেকে ৩টি কারণ দলীলসহ উল্লেখ করুন?

তৃতীয় হাদীছ

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله قال: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه"

হদীছের বঙ্গানুবাদঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা যেন নিরব থাকে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের সমাদর করে।[১]

হাদীছের গুরুত্বঃ

হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, হাদীছটি (جوامع الكلم)এর অন্তর্গত। অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশকারী একটি হাদীছ। হাদীছটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। যা কথা ও কাজের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র ও উন্নত আদর্শ গঠনকে অন্তর্ভূক্ত করে। হাদীছটি আমাদেরকে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার ও সাদাচারী হওয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছে। উত্তম ব্যবহারই মানুষের মাঝে পরস্পর ভালবাসার সেতু বন্ধন রচনা করে। আর ভালবাসা সকলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

কথাবার্তায় সংযমী হওয়াঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থকে" ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন কোন কথা বলার ইচ্ছা করবে, তখন চিন্তা করবে কথাটি কি ক্ষতি কারক কোন অন্যায় কথা? যদি এরূপ হয় বা সন্দেহ হয় যে এরূপ কথা হয়ত অন্যায়, তবে তা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি সেরূপ না হয় তবে তা নির্দ্বিধায় বলতে পারবে।

হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যখন কোন কিছু বলার সংকল্প করবে তখন তা বলার আগে চিন্তা করবে, যদি দেখে যে এরূপ কথা কোন বিবাদের কারণ নয় বা ইহা হারাম ও অপছন্দনীয় কোন কথা নয় তাহলে তা বলতে পারে। আর যদি দেখে উহা বৈধ কোন কাজের নয় তাহলে তা থেকে নিরব থাকাই নিরাপদ। যাতে করে অপ্রয়োজনীয় বৈধ কথা তাকে কোন অবৈধ বা অপছন্দনীয় কথার দিকে নিয়ে যেতে না পরে। এজন্য বলা হয়ঃ "যে নিরব থকল সে মুক্তি পেল।"

ত্বফী (রঃ) বলেন, হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যে এরূপ কথা বলবে সে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখেনা। মূলতঃ এখানে একথা উদ্দেশ্য নয় বরং অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য ধমকের স্বরে এরূপ বলা হয়েছে। যেমন কেউ তার সন্তানকে বলে থাকে তুমি যদি আমার সন্তান হয়ে থাক তাহলে আমার কথা শুনবে। আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই পিতা এরূপ কথা বলে থাকেন। সন্তান যদি অনুগত নাও হয় তবে সে ত্যাজ্য পুত্র হয়ে যাবে এমন কথা বুঝে আসে না।

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক, অনুচ্ছেদঃ উপকারহীন কথা হতে মুখের হিফাজত করা, হাদীছ নং- ৫৯৯৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশী, মেহমান এবং নিরবতা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীছ নং- ৬৭।

ক্লাশ নোট

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এরূপ ----এরূপ করে। এ ধরনের উক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, এ কাজগুলো ঈমানের শাখা সমূহের অন্তর্গত। যার কোনটা আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন নির্দেশিত ওয়াজিব কাজ আদায় করা, নিষিদ্ধ হারামকে পরিত্যাগ করা। আবার কোনটা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত। যেমন কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, মেহমানের সম্মান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি।

প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে।" এ হাদীছে যেমন প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো এক্ষেত্রে আলোচনা যোগ্যঃ

১. প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ সমূহঃ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

অর্থঃ "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বা সফর সঙ্গীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তোমাদের ক্রতদাসদের সাথে।" (সূরা নিসাঃ ৩৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর তাঁর অধিকারের বিষয় উল্লেখ করার সাথে সাথে বান্দার উপর অপর বান্দার হক সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। আর তম্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিবেশীর অধিকার। এর মাধ্যমে প্রতিবেশীর অধিকার যে অনেক বড় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণিত হয়েছে। উম্মুল মু'মেনীন আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেই ছিলেন। এমনকি আমি ভেবেছিলাম, হয়ত তাকে উত্তরাধিকারীই করে দেয়া হবে।"[১]

২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ভয়ানক পাপের কাজঃ

অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয়া হারাম, কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া অধিক নিকৃষ্ট হারাম কাজ। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে অন্য দশজন মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অনেক সহজ। এমনিভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করা অন্য দশটি ঘর থেকে চুরি করার চাইতে খুব সহজ।[২] তাই প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করলে পাপও বেশী।

ব্যভিচার একটি জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ ইহা অবৈধ ঘোষণা করার সাথে সাথে উহাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর শরীয়তে দন্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অতি জঘণ্য ও গুরুতর পাপের কাজ। সুতরাং তার শাস্তিও বেশী কঠিন, এমনি ভাবে চুরিও। আবু শুরাইহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের উপদেশ, হাদীছ নং- ৫৫৫৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির্ ওয়াস সিলাাত ওয়াল আদব, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা, হাদীছ নং- ৪৭৫৭।

[2]- (সহীহ) আহমাদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের উপদেশ, হাদীছ নং- ৫৫৫৬। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

ক্লাশ নোট

﴿وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ্‌র শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ সে মুমিন নয়। বলা হল, কে সেই লোক হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, "যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়।"[১]

ইবনে বাত্ত্বাল (রঃ) বলেন, 'প্রতিবেশীর অধিকারের উপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শপথ এবং উহা তিনবার উচ্চারণ করা সুনিশ্চিতভাবে জোরের সাথে পড়শীর হক প্রতিষ্ঠা করছে এবং এটাও প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি কথায় ও কাজে স্বীয় পড়শীকে কষ্ট দেয় সে ঈমানদার নয়। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের অধিকারী নয়। আর পাপী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে পারে না।'[২]

৩. প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহারের অর্থঃ

প্রতিবেশীর প্রতি সাধ্যানুযায়ী ইহসান ও সৎব্যবহার করবে। যেমন উপহার দেয়া, সালাম দেয়া, সাক্ষাৎ হলে হাসি মুখে কথা বলা, তার খোঁজ খবর নেয়া, তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা। এমনি ভাবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অনিষ্ট ও অনিষ্টের কারণ থেকে বিরত থাকা। আর ইহসান পাওয়ার ব্যাপারে তারাই বেশী হকদার যারা অধিক নিকটবর্তী। আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আমার দু'জন পড়শী আছে তাদের মধ্যে কাকে আমি উপহার দিব? তিনি বললেনঃ যার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী।'[৩]

৪. প্রতিবেশীর স্তরভেদঃ

প্রতিবেশীর প্রতি ইহসানের বিন্যাস অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রকাভেদ সাজানো হয়েছেঃ

ক) নিকটাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। তিন দিক থেকে সে ইহসানের দাবীদার। প্রতিবেশী, ইসলাম, আত্মীয়তার দিক থেকে।

খ) মুসলিম প্রতিবেশী, সে দু'দিক থেকে এহসানের হকদার। ইসলাম ও পড়শী।

গ) অমুসলিম প্রতিবেশী, সে প্রতিবেশী হওয়ার কারণে সৎ ব্যবহরের হকদার।

আব্দুল্লাহ বিন আমর মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকল প্রতিবেশীর জন্য হাদীছটিকে সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। এজন্য তিনি যখন কোন ছাগল যবেহ করতেন, তা থেকে তাঁর ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদীয়া দেয়ার উপদেশ দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার একটি ছাগল যবেহ করলেন। অতঃপর বললেন, আমার ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদীয়া দিয়েছ কি? কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, "জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেই ছিলেন। এমনকি আমি ভেবেছিলাম, হয়তো তাকে উত্তরাধিকারীই করে দেয়া হবে।"[৪]

মেহমানের সমাদরঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী, "যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন স্বীয় অতিথির সমাদর করে।" এ হাদীছ প্রমাণ করে, অতিথি সেবা ঈমানের কর্মসমূহের অন্তর্গত এবং একটি ইবাদতও যার মাধ্যমে বান্দা তার রবের নৈকট্য কামনা করতে পারে। এক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া দরকার। বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, তার গুনাহ, হাদীছ নং- ৫৫৫৭।

[2] - ফতহুল বারী, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪৪৪।

[3] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুশ্ শুফআহ, অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিবেশী অধিক হকদার, হাদীছ নং- ২০৯৯।

[4] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের উপদেশ, হাদীছ নং- ৫৫৫৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির্ ওয়াস সিলাত ওয়াল আদব, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা, হাদীছ নং- ৪৭৫৭।

ক্লাশ নোট

ক) অতিথি সেবার বিধান এবং উহার সময়সীমাঃ

উলামাদের মধ্যে একদল এ মত পোষণ করেছেন যে, অতিথি সেবা করা ওয়াজিব। এদের মধ্যে ইমাম আহমদ, লাইস বিন সা'দ, ইবনে হাজম, শওকানী (রঃ) প্রমুখ অন্যতম। মেহমানের আবশ্যক সমাদরের সময়সীমা হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,

﴿ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴾

অর্থঃ "মেহমানদারীর সময়সীমা তিন দিন তিন রাত। এবং এক দিন এক রাতের অতিরিক্ত মেহমানদারী করবে এটা তার প্রাপ্য। এরপর যদি আরো বেশী সমাদর করা হয় তবে তা হবে তার উপর সদকা।"[১] সুতরাং মেহমানের জন্য উচিত নয় যে, সে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মেজবানকে অসুবিধায় ফেলার জন্য আরো অতিরিক্ত সময় তার বাড়ীতে অবস্থান করবে।

খ) মেহমানদারীর আদবঃ

মেহমানের জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে খানা প্রস্তুত করা। বিশেষ করে প্রথম দিন। তবে খেয়াল রাখবে সেখানে যেন অপব্যায় বা বাজে খরচ না হয়। কেননা অপব্যায় করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এই আদবের সমর্থনে এ হাদীছগুলো সাক্ষ্য হিসেবে পাওয়া যায়ঃ

* ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থে এ নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন যে, 'মেহমানের জন্য খানা তৈরী এবং তাতে কিছু মাত্রাতিরিক্ত করা।' অতঃপর আবু হুজাইফা বর্ণিত সালমান ও আবু দারদার ঘটনা উল্লেখ করেন। সে হাদীছে বলা হয়েছে "আবু দারদা আসলেন এবং সালমান (রাঃ) তাঁর জন্য খাদ্য তৈরি করলেন।
* আনসারী আবুল হাইছাম ইবনে তাইয়েহান এর ঘটনা-যা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়ী হতে বের হলেন। পথিমধ্যে আবু বকর ও ওমর (রাঃ)এর সাক্ষাৎ পেয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- এই অসময়ে কিসে তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করেছে? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার তাড়না হে আল্লাহ্‌র রাসুল! তিনি বললেন, শপথ সেই সত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ আমাকেও সেই জিনিস বাড়ী থেকে বের করেছে যা তোমাদের বেলায় হয়েছে। তোমরা চল আমার সাথে। তাঁরা তাঁর সাথে চলতে থাকলেন অবশেষে জনৈক আনসারী ছাহাবীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু আনসারী তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে লক্ষ্য করে বললেন মারহাবা-স্বাগতম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়? মহিলা উত্তর দিল, আমাদের জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করতে গেছেন। ইতোমধ্যে আনসারী ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুই সাহাবীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আলহমদুলিল্লাহ- আমার খোশ নসীব, আজ আমার বাড়ীতে অতি সম্মানী এক দল মেহমানের সমাগম ঘটেছে। একথা বলে তিনি চলে গেলেন এবং রুতাব (তাজা খেজুর) ও বুসুর (কাঁচা খেজুর যা রং ধরেছে কিন্তু এখনো ভালোভাবে পাকে নাই) বিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে এলেন। বললেন আপনারা এথেকে খেতে থাকুন। অতঃপর তিনি ছুরি হাতে নিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, সবধান! দুধাল বকরী যবেহ করবে না। অতঃপর তিনি একটি ছাগল যবেহ করলেন। তাঁরা সেই খেজুরের ডাল থেকে খেজুর খেলেন, ছাগলের গোশত খেলেন এবং পানি পান করলেন। অতঃপর তাঁরা যখন পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর ও ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন, শপথ সেই সত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কিয়ামত দিবসে অবশ্যই এই নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধার তাড়না তোমাদের ঘর থেকে বের করেছে। অতঃপর এই নেয়ামত অর্জন করেই তোমরা ঘরে ফিরছ।"[২]

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ মেহমানের সম্মান করা, হাদীছ নং- ৫৬৭০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লুকতাহ, অনুচ্ছেদঃ মেহমানদারী করা, হাদীছ নং- ৩২৫৫।

[2] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবাহ, অনুচ্ছেধঃ অন্যের ঘরে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া যার প্রতি ঘরের মালিক সন্তুষ্ট, হাদীছ নং- ৩৭৯৯।

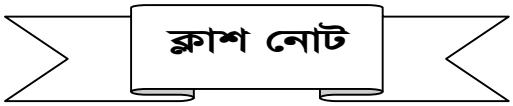
ক্লাশ নোট

* ইব্রাহীম (আঃ)এর ঘটনা। যখন যুবকের রূপ ধরে ফেরেশতাগণ তাঁর নিকট আগমণ করেছিলেন তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের জন্য পূর্ণ একটি বাছুর ভূনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾

অর্থঃ "আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল, সালাম, তিনিও বললেন সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি বাছুর ভূনা করে নিয়ে এলেন।" (সূরা হুদঃ ৬৯)

অন্য স্থানে আল্লাহ তাঁর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾

অর্থঃ "অতঃপর তিনি গৃহে গেলেন এবং মোটাতাজা একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন।" (সূরা যারিয়াতঃ ২৬)

হফেজ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, এই আয়াতটি মেহমানদারীর উৎকৃষ্ট আদবকে সন্নিবেশীত করেছে। যেমনঃ

ক) ইব্রাহীম (আঃ) আগত মেহমানদের সমাদরের জন্য এত দ্রুত খানার ব্যবস্থা করেছেন যে, তাঁরা তা বুঝতেই পারেন নি।

খ) মেহমানদের এরূপ বলেন নি যে আপনাদের জন্য খানা নিয়ে আসি; বরং মেহমানকে না জানিয়েই তা দ্রুত তাঁদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

গ) স্বীয় সম্পদ থেকে সর্বত্তোম বস্তুই তিনি তাঁদের সামনে পেশ করেছেন। উহা হল কম বয়সের মোটাতাজা বাছুরের ভুনা গোশত।

ঘ) খাদ্য নিয়ে এসে আদবের সাথে তাঁদের সম্মুখে রেখেছেন এবং খাওয়া শুরু করার জন্য কোন নির্দেশ সূচক শব্দ ব্যবহার না করে অত্যন্ত বিনীত ও কোমল ভাবে বলেছেন, যদি আপনারা খেতেন! যেমন আমরা বলে থাকিঃ 'আপনি যদি ভাল মনে করেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক এরূপ করুন' বা 'আমার উপর ইহসান করুন' বা 'অমুক কাজটি সদকা স্বরূপ আমার জন্য করে দিন' .... ইত্যাদি।

হাদীছ থেকে শিক্ষাঃ

১. ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়ের দিকে ইসলাম মানুষকে আহবান জানায়।

২. হাদীছটি অপ্রয়োজনীয় বেশী কথার ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কেননা মানুষ হয়ত কথা বলতে বলতে বেখেয়াল বশতঃ এমন কথা বলে ফেলবে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যান। একারণে সে সত্তর বছরের দূরত্ব বরাবর জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. এই হাদীছে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং চরিত্র বিনষ্টকারী প্রতিটি কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৪. এছাড়া সবার সাথে উত্তম ব্যবহার ও সুন্দর আচরনের প্রতিও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা

১) হাদীছটির বাকী অংশ পূর্ণ করুনঃ ..... (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে .... ।

২) হাদীছটির গুরুত্বের কারণ কি?

৩) নিম্ন লিখিত প্রতিটি বিষয়ের দলীল দিন?

ক. প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশাবলী।

খ. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া হারাম।

গ. প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার।

৪) প্রতিবেশীর স্তর কয়টি ও কি কি?

৫) অতিথি সেবার হুকুম কি? তার মেহমানদারীর সময়সীমা কতটুকু? মেহমানদারীর ৪টি আদব লিখুন।

৬) আলোচ্য হাদীছ থেকে ২টি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করুন।

চতুর্থ হাদীছ

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِيْ قَالَ: " لاَ تَغْضَبْ " فَرَدَّدَ مِـرَاراً قَـالَ: " لاَ تَغْضَبْ (رواه البخاري)

হাদীছের বঙ্গানুবাদঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আরজ করল যে, আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (উপদেশ দিন)। তিনি বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি প্রশ্নটি কয়েকবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট পেশ করল। প্রতিবারই তিনি জবাবে বললেন, রাগান্বিত হয়ো না।[১]

হাদীছের গুরুত্বঃ

জারদানী (রঃ) বলেন, হাদীছটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিও (جوامـع الكلـم)এর অন্তর্গত। অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশকারী একটি হাদীছ। কেননা এখানে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণকে একত্রিত করা হয়েছে। এখানে নির্দেশ রয়েছে ক্রোধের যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে দূরে থাকার। এর মধ্যেই যাবতীয় অমঙ্গল এবং পরিত্যাগ করার মাঝেই রয়েছে যাবতীয় মঙ্গল।

ক্রোধ কি?

সম্মানিত সাহাবী সম্ভবত তিনি আবু দারদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আরজ করলেন যে তিনি তাঁকে একটি উপদেশ করুন। যা সংক্ষিপ্ত হবে অথচ তার মধ্যে ঘটবে যাবতীয় কল্যাণের ব্যাপক সমাবেশ। যা তিনি ভবিষ্যত জীবনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ করলেন এবং তিনবার তা থেকে সাবধান করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, ক্রোধের মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় অকল্যাণ এবং তা থেকে বেঁচে থাকার মাঝেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।

রাগ বা ক্রোধ একটি অবস্থা যা মানুষের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়। যে কোন মানুষ নিজের মাঝেই তা অনুভব করতে পারে। ক্রোধ হলো সন্তুষ্টির বিপরীত। ক্রোধের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, উহা হলো অন্তরের (Heart) রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠা। কষ্টদায়ক বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় তার প্রতিরোধ করা অথবা তা থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকে।

ক্রোধের কারণে নানা প্রকার অবৈধ কাজের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যেমন, খুনা-খুনি, মারামারী বা এজাতীয় অন্যান্য গর্হিত কাজ। এমনিভাবে তা থেকে অনেক ধরণের অবৈধ কথাও সৃষ্টি হয়। যেমন, গালা-গালি, অপবাদ, অশ্লীলতা, তাছাড়া বিনা কারণে তালাকও ঘটে থাকে এই ক্রোধের অগ্নী থেকেই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগের যাবতীয় কারণ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। রাগের সময় কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন। বরং এ সময় আবশ্যক হল নিজের সাথে যুদ্ধ করা এবং ক্রোধকে দমন করার চেষ্টা করা।

---

[1] - (সহীহ) অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ রাগ থেকে সাবধান, হাদীছ নং- ৫৬৫১।

ক্লাশ নোট

আল্লাহর ক্রোধঃ

আল্লাহ তা'আলা কি রাগান্বিত হন? কুরআন-হাদীছে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে উত্তর পাওয়া যায় যে, হ্যাঁ তিনি রাগান্বিত হন। তিনি এরশাদ করেন,

﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾

অর্থঃ "এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ এবং অংশীবাদী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ।" (সূরা ফাতাহঃ ৬)

তিনি অন্য স্থানে ঘোষণা করেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা।" (সূরা মুমতাহানাঃ ১৩)

তিনি আরো বলেন,

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾

অর্থঃ "আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করোনা। তাহলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" (সূরা ত্বাহাঃ ৮)

বিভিন্ন হাদীছেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সীমালংঘনকারী, পাপাচারী ও বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন। কিয়ামতের ময়দানে 'শাফায়াত' সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীছে বলা হয়েছে সমস্ত মানুষ যখন কিয়ামতের ভয়াবহতায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবীদের কাছে আসবে এবং শাফায়াত করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করবে, তখন প্রত্যেক নবী একটাই কথা বলবেন, "নিঃসন্দেহে আমার আল্লাহ আজ এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনই এরূপ ক্রুদ্ধ হননি। এবং আজকের দিনের পর তিনি কখনো এত ক্রুদ্ধ হবেন না।[১]

সুতরং মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হল, আল্লাহর ক্রোধ আছে একথা কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিকৃতি ব্যতীত মেনে নেয়া এবং বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধ সৃষ্টির কারো ক্রোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থঃ "তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ কেউ নেই, এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরাঃ ১১) অতএব, আল্লাহর ক্রোধ এমনই হবে, যেমন তার মহত্ব ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে এটাই হল পূর্বসূরী পূণ্যাত্ম্যাদের নীতি ও বিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তাদের পথ ধরে চলাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কেননা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাঝেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ও ইহ পরকালীন মুক্তি।

নিন্দনীয় ক্রোধঃ

সাধারণ দুনিয়াবী বিষয়ে রাগন্বিত হওয়া নিন্দনীয়। এ ধরনের রাগ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সর্তক করেছেন। আলোচ্য হাদীছ ছাড়াও আরো অনেক হাদীছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,

﴿ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ﴾

---

[1] - (সহীহ) বখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদঃ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ এর ব্যাখ্যা। হাদীছ নং- ৪৩৪৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার অধিকারী জান্নাতবাসীর বর্ণনা, হাদীছ নং- ২৮৭।

ক্লাশ নোট

অর্থঃ "কুস্তি লড়ে পরাজিত করতে পরলেই শক্তিশালী হওয়া যায় না। বরং শক্তিশালী তো সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"[১]

সুতরাং দৈহিক শক্তি দিয়ে মানুষকে পরাভূত করতে পরলেই তাকে বলবান বা শক্তিমান বলা যায় না। বরং প্রকৃত বলবান তাকেই বলা যাবে যে ক্রোধের সময় নিজের উপর কর্তৃত্বশালী হয়, সে সময় নাহক বা বেঠিক কোন কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। ক্রুদ্ধাবস্থায় প্রবৃত্তির অনুসরণে সীমালংঘন করে কাউকে গালি-গালাজ করা, অপবাদ দেয়া, আঘাত জনিত কথা বলা, প্রহার করা, সম্পদের ক্ষতি করা ইত্যাদি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই প্রকৃত শক্তিমানের পরিচয়।

প্রশংসনীয় ক্রোধঃ

আল্লাহর জন্য বা সত্যের জন্য যে রাগ করা হয় তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আল্লাহ ঘোষিত হারামে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হওয়া অধিক প্রশংসার দাবীদার। নবী-রাসূলগণ এরূপই ছিলেন। তাঁরা নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কখনো ক্রুদ্ধ হতেন না বা কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। এক্ষেত্রে নীচের দলীলগুলো পেশ করা হলোঃ

১. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল বর্ণ ধারণ করত, আওয়াজ উঁচু হত এবং তাঁর ক্রোধ আরো বেড়ে গেলে মনে হত তিনি যেন কোন সৈন্যবাহিনীকে সতর্ককারে বলতেন, সকালেই শত্রু আক্রমণ করবে অথবা সন্ধ্যা হলেই শত্রু আক্রমণ করবে। এবং বলতেন, "এমন অবস্থায় আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি এবং কিয়ামত এই দুটির ন্যায় পরস্পর নিকটবর্তী - একথা বলে স্বীয় তর্জনী এবং মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয়কে একত্রিত করে দেখাতেন।[২]

২. মুসা (আঃ)এর সাথে তার কওমের ঘটনা- যখন তিনি তূর পর্বত থেকে ফিরে আসলেন, দেখলেন লোকেরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে বাছুর পূজা আরম্ভ করেছে। তখন তিনি তাদের উপর প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হলেন। এমনকি হাতের লওহাগুলো (তক্তা, যার মধ্যে তাওরাত লিপিবদ্ধ ছিল) মাটিতে ফেলে দিলেন। ভাই হারুনের দাড়ি ধরে তাকে টানতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থঃ "আর মূসা যখন নিজ জাতির নিকট ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত হয়ে তখন বললেন, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা স্বীয় প্রভুর হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং ফলকগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর নিজের ভাইয়ের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো তো আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে তারা মেরে ফেলারও উপক্রম করেছিল। সুতরাং শত্রুদের নিকট আমাকে হাস্যের পাত্র বানইও না। আর আমাকে জালেমদের সারিতে শামিল করো না।" (সূরা আ'রাফঃ ১৫০)

এভাবেই প্রত্যেক শক্তিশালী ঈমানদারের উচিত স্বীয় প্রভূর অধিকার বিনষ্ট হলেই সেখানে রাগান্বিত হওয়া এবং উহার প্রতিবাদ করা।

৩. আল্লাহ্‌র জন্য ইউনুস (আঃ)এর ক্রোধের ঘটনাও আল্লাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ﴾

---

[১] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ রাগ থেকে সাবধান, হাদীছ নং- ৫৬৪৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ, অনুচ্ছেদঃ রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রনকারীর ফজীলত, হাদীছ নং- ৪৭২৩।

[২] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জুমুআহ, অনুচ্ছেদঃ নামায এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা, হাদীছ নং- ১৪৩৫।

ক্লাশ নোট

অর্থঃ "মাছ ওয়ালার কথা স্মরণ কর। যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পরব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেন, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৮৭)

এমনিভাবে যদি কেউ কোন ব্যক্তির উপর শত্রুতা বশতঃ তার সম্পদ বা সন্তান বা তার অধিনস্থ কোন জিনিসের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে সে রাগন্বিত হবে এবং সাধ্যানুযায়ী রাগের উপকরণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। এ ধরনের ক্রোধও পছন্দনীয় ক্রোধের অন্তর্ভূক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে কোন ক্রমেই যেন ধর্মীয় সীমালংঘন না হয় এবং তার যাবতীয় কর্ম হক ও ইনসাফের সাথে সংঘটিত হয়। মোটকথা, ক্রোধ আদম সন্তানের একটি মজ্জাগত চরিত্র। এটা তার প্রভাব ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কখনও নিন্দনীয় হয়, আবার কখনও প্রশংসনীয় হয়।

নিন্দনীয় ক্রোধের চিকিৎসাঃ

১. দু'আ করা, কেননা আল্লাহই সকল বিষয়ের তাওফীক দাতা। সঠিক পথে পরিচালনাকারী, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ তাঁর হাতেই। আত্মা বিনষ্টকারী যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তিনিই একমাত্র উত্তম সাহায্যকারী। তিনি বলেন,

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

অর্থঃ "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (সূরা গাফেরঃ ৬০)

২. অধিক হারে আল্লাহ্‌র জিকির করা। যেমন কুরআন পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল পাঠ, ইস্তেগফার, ইত্যাদি করা। কেননা মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র তাঁর জিকিরই অন্তরের প্রশান্তি আনতে পারে। তিনি বলেন,

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থঃ "জেনে রাখ আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দঃ ২৮)

৩. ক্রোধ সংবরণ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী এবং তা থেকে বিরত থাকা ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ককারী দলীলগুলো স্মরণ করা এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। যেমন হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে সংবরণ করে, অথচ সে উহা কাজে পরিণত করতে সক্ষম ছিল, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু কিয়ামতের ময়দানে সকল মানুষের সামনে আহবান করবেন। অতঃপর জান্নাতের আনত নয়না হুর থেকে বেছে নিতে তাকে স্বাধীনতা দিবেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী তাদের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিবেন।"[১]

৪. শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। (আউযুবিল্লাহ--------পাঠ করা।) সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর দরবারে পরস্পরকে গালিগালাজ করছিল। তদের একজন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার ক্রোধ এত অধিক হয়েছিল যে, ক্রোধে তার মুখমন্ডল ফুলে উঠছিল এবং তার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তার এই অবস্থা দেখে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি একটি কথা জানি, লোকটি উহা বললে তার ক্রোধ দুর হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার নিকট এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন সে ব্যাপারে সংবাদ দিল এবং বলল, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সে বলল, আমার মধ্যে কি অসুবিধা দেখেছ? আমি কি পাগল নাকি? তুমি যাও এখান থেকে ।"[২]

---

[1] - (হাসান) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ ক্রোধ নিবারণকারীর ফজীলত, হাদীছ নং- ৪১৪৭। তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাত, অনুচ্ছেদঃ ক্রোধ নিবারণ করা, হাদীছ নং- ১৯৪৪। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ্ জুহ্‌দ, অনুচ্ছেদঃ ধৈর্যধারণ করা, হাদীছ নং- ৪১৭৬। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল-জামেউ।

[2] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ গালিগালাজ এবং লা'নত করা নিষেধ, হাদীছ নং- ৫৫৮৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাত, অনুচ্ছেদঃ রাগের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে পারে, তার ফজীলত, হাদীছ নং- ৪৭২৫।

ক্লাশ নোট

৫. ক্রুদ্ধ ব্যক্তির স্বীয় অবস্থানের পরিবর্তন করা। অর্থাৎ যদি দন্ডায়মান থাকে তবে বসে পড়বে বা শুয়ে যাবে। আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "তোমাদের কেউ যদি ক্রুদ্ধ হয়ে যায় তবে সে যদি দন্ডায়মান থাকে তাহলে বসে পড়বে। তাতেও যদি রাগ না থামে তবে শুয়ে পড়বে।"[১]

অধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীগণ ক্রোধের চিকিৎসায় এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। অথচ আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত ব্যবস্থা পত্র ১৪শত বছর আগেই বলে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফিৎনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের কি হুঁশ হবে? ফিরে আসবে কি তাদের দ্বীনে যা সকল মানুষের ফিৎরাতী ধর্ম? যার মধ্যেই রয়েছে তাদের ইহ পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ?

৬. সঠিক ভাবে দেহের হক আদায় করা। যেমন প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণ করা, সাধ্যের বাইরে কোন কাজ না করা, অযথা উত্তেজিত না হওয়া। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই এ কারণগুলো পাওয়া গেছে -অধিক পরিশ্রমের কাজ করা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, ক্ষুধা ইত্যাদি। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি কি শুনতে পাইনি যে, তুমি দিনের বেলা রোযা রাখ এবং রাতের বেলা নফল নামায আদায় কর? আমি বললাম, হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এরূপ করোনা। বরং মাঝে মাঝে রোযা রাখবে এবং মাঝে মাঝে রোযা ছাড়বে এবং রাতের কিছু অংশে নামায পড়বে এবং কিছু অংশে বিশ্রাম নিবে। কারণ তোমার উপরে তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপরে তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে, তোমার জন্য প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখাই যথেষ্ট। এতে সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়াব রয়েছে। কেননা প্রতিটি নেক আমলের ছাওয়াব দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমার নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমিতো একাধারে রোযা রাখতে এবং রাতের বেলা নামায পড়তে সক্ষম। আব্দুল্লাহ বিন আমর বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে বললেন, হায় আফসোস! আমি যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপদেশ মেনে নিতাম, তাহলে কতইনা ভাল হত।

৭. ক্রোধের যাবতীয় কারণ থেকে দূরে থাকা।

৮. রাগের সময় চুপ থাকবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা শিক্ষা প্রদান কর, মানুষের উপর সহজ কর, কঠোরতা আরোপ করোনা, তোমাদের কেউ রাগন্বিত হয়ে গেলে সে যেন চুপ থাকে।[২]

হাদীছ থেকে শিক্ষাঃ

১. মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ নসীহতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, কল্যাণের ক্ষেত্রসমূহ অনুসন্ধান করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা।

২. গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় শ্রবণকারীর ভালভাবে ধারণ করার জন্য এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তা কয়েকবার বলা।

৩. ক্রুদ্ধ ব্যক্তি স্বীয় কার্যকলাপের দায়িত্বশীল। ক্রুদ্ধাবস্থায় যদি কোন সম্পদ নষ্ট করে তবে সেই তার জিম্মাদার। কাউকে হত্যা করলে নির্ধারিত বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। অবশ্য কোন কোন কাজে তার ওজর গ্রহণীয় হতে পারে। বিশেষ করে যদি তার পক্ষে কোন দলীল বা সঠিক কেয়াস পাওয়া যায়। যেমন- কেউ কেউ বলেছেন -ক্রুদ্ধ ব্যক্তির তালাক গ্রহণীয় নয়।

---

[1] - (সহীহ) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ রাগের সময় যা বলা হবে, হাদীছ নং- ৪১৫১। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন, ১/৬৯৫, মিশকাত হাদীছ নং- ৫১১৪।

[2] - (সহীহ) আহমাদ, মুসনাদে বানী হাশেম, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীছ, হাদীছ নং- ২০২৯। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আল-জামেউ ২/৪০২৭, সিলসিলায়ে সহীহাহ, হাদীছ নং- ১৩৭৫।

প্রশ্নমালাঃ

১. হাদীছটি মুখস্ত লিখুনঃ হযরত ..... (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন .... ।
২. হাদীছের গুরুত্ব উল্লেখ করে উহা হাদীছের কোন কিতাবে আছে উল্লেখ করুন?
৩. ক্রোধের সংজ্ঞা লিখুন। তার প্রকারভেদ সমূহ দলীলসহ উল্লেখ করুন?
৪. নিন্দনীয় ক্রোধের চিকিৎসায় সাতটি ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে, তা উল্লেখ করুন?
৫. হদীছের কয়েকটি শিক্ষা উল্লেখ করুন?

পঞ্চম হাদীছ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُوَ الصّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أمِّهِ أرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ فِي ذلك عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ فِي ذلك مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ اللهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَ يُؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَ أجَلِهِ وَعَمَلِـهِ وَ شَـقِيٌّ أوْ سَعِيْدٌ. فَوَا اللهِ الَّذِيْ لاَ إلَهَ غَيْرَهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا، وَإنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا.

বঙ্গানুবাদঃ

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিতঃ তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে উহা মাংশ পিন্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এসময় তাকে চারটি বিষয় লিখার নির্দেশ দেয়া হয়ঃ (১) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে। (২) বয়স কত হবে। (৩) কর্ম কি হবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য।

শপথ সেই আল্লাহ্র যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তক্দীরের) লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের মত আমল করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে।

এমনিভাবে একজন জাহান্নামবাসীদের মত আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তক্দীরের) লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।[১]

রাবী পরিচিতিঃ

হাদীছের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের অন্যতম। তিনি সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে একজন বড় ধরণের আলেম ছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে কূফা নগরীর গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। ৩২ হিঃ সনে তিনি মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন।

হাদীছটির গুরুত্বঃ

হাদীছটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যে মানবকে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই হাদীছে কাযা (ফয়সালা) এবং তকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তকদীরের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া বান্দার ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এছাড়া হাদীছে রয়েছে আরো অনেক শিক্ষণীয় বিষয়।

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদ্উল খাল্ক, অনুচ্ছেদঃ ফেরেশতাদের আলোচনা, হাদীছ নং- ২৯৬৯, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র, অনুচ্ছেদঃ মানব সৃষ্টির তিনটি পর্যায়, হাদীছ নং- ৪৭৮১।

ক্লাশ নোট

মানব সৃষ্টির স্তরসমূহের বর্ণনাঃ

উল্লেখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه) অর্থাৎ তোমাদের কারো সৃষ্টির সময় তাকে স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য আকারে একত্রিত করে রাখা হয়। এখানে يجمع বা একত্রিকরণের অর্থ হল বিচ্ছিন্নতার পর একত্রিতকরণ। ইমাম কুরতবী বলেন, অর্থাৎ বীর্যস্খলিত হওয়ার পর উহা বিচ্ছিন্নাবস্থায় থাকে অতঃপর আল্লাহ উহাকে গর্ভাশয়ে এনে জমা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানও একথা প্রমাণ করেছে যে, বীর্যপাতের সময় একজন ব্যক্তি থেকে অনেক গুলো শুক্রকীট বেরিয়ে আসে। ১ মি.লি. শুক্রে প্রায় ৬০- ৯০ লক্ষ কীট থাকে অতঃপর গর্ভাশয়ে উহা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। কিন্তু উহা থেকে মাত্র একটি শুক্রকীট গর্ভস্থ ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হয়।

মানুষ সৃষ্টির স্তর সমূহ নিম্নরূপঃ

১) النطفة বা শুক্র শুক্রকীটের সহিত ডিম্বকোষের মিলনের পর, ইহা হল গর্ভস্থ ভ্রুণের প্রথম স্তর। এ স্তরের সময় সীমা ৪০ দিন। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী, মানুষের বীর্য ৪০ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে।[১]

২) العلقة (আলাকা) বা জমাট রক্ত। এটা হল দ্বিতীয় স্তর। العلقة হলো গাঢ় জমাট রক্ত। এস্তরের সময়সীমাও ৪০ দিন। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পরবর্তী চল্লিশ দিনে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ خلق الإنسان من علق অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (সূরা আলাকঃ ২)

৩) المضغة (মুয্গা) বা মাংস পিন্ড গর্ভস্থ সন্তানের ইহা হল তৃতীয় স্তর। المضغة বলা হয় মাংসের একটি টুকরাকে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অতঃপর অনুরূপ ৪০ দিনে উহা মাংস পিন্ডে পরিণত হয়।

৪) نفخ الروح (নাফখুর্ রূহ্) অর্থাৎ ১২০ দিন তথা ৪ মাস অতিবাহিত হলে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ সেখানে একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করেন, সে তাতে একটি রূহ ফুঁকে দেয়। এ বিষয়টি ভ্রুণের নড়াচড়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায়।

الروح অর্থঃ

আত্মা বা প্রাণ যার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلا﴾

অর্থঃ "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিনঃ রূহ আমার পালনকর্তার একটি আদেশ মাত্র। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮৫)

একারণে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি ভ্রুণের গর্ভপাত ঘটে, তবে সাধারণভাবে তাকে দাফন করে দিতে হবে। কিন্তু ৪ মাস পার হয়ে গেলে জানাজা পড়ে দাফন করতে হয়।

৫) হাড় তৈরী: মুয্গা বা মাংসপিন্ডের পর্যায় শেষ হওয়ার পর ভ্রুণের মধ্যে হাড় তৈরী হয়।

৬) হাড়ে মাংস সৃষ্টি।

মানুষ সৃষ্টির উক্ত পর্যায় সমূহ বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেন,

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

[1] - মুসনাদে আহমাদ।

ক্লাশ নোট

অর্থঃ "পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অত:পর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত বরকতময়।" (সূরা মু'মিনূনঃ ১৪)

তক্দীরের উপর ঈমান রাখা ওয়াজেবঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(ويـــــــؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، و وشقي أو سعـــــــــيد)

অর্থঃ প্রেরিত ফেরেস্তাকে নির্দেশ দেয়া হয় চারটি বিষয় লিখে দিতে। (১) তার রিযিক কি পরিমাণ হবে। (২) বয়স কত দেয়া হবে (৩) কি কর্ম করবে এবং (৪) সৌভাগ্যবান না হতভাগ্য হবে।

এহাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাযা তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবিষয়টি আল্লাহ্র পূর্ণ জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। যিনি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। অতীতে যা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে, অচিরেই যা ঘটবে এবং যা ঘটে নাই তা ঘটলে কেমন হবে, কিভাবে ঘটবে- সব কিছু তাঁর জ্ঞান সীমার মধ্যে রয়েছে।

এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেছেন- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বান্দার রিযিক, তার কর্ম এবং সে কি দুর্ভাগাদের দলের না সৌভাগ্যবানদের দলের।

আল্লাহ্র এই জ্ঞান বান্দার ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে খর্ব করে না। কেননা, সাধারণভাবে জ্ঞানের বিশেষণ প্রভাব বিহীন। তাছাড়া কুরআন ও হাদীছের অনেক উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে এবং স্বীয় কর্মে সে স্বাধীন ও মুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (وهديناه النجـــدين) অর্থাৎ "আর আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।" (সূরা আল-বালাদঃ ১০) তিনি আরো বলেন, (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) অর্থাৎ "আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় (সৎআমল করে) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় (অসৎ আমল করে) কুফরী করে অকৃতজ্ঞ হবে।" (সূরা আদ্ দাহারঃ ৩)

(الأعمال بالخواتيم) অন্তিম আমল ভাগ্য নির্ধারণকারীঃ

দুনিয়ার জীবনে বান্দার কৃত আমল অবশ্যই পূর্ব নির্ধারিত কিতাব অনুযায়ী হবে, যা আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে নির্ধারিত, সে আবশ্যিকভাবে এমন আমল করবে যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যদিও জীবনের কিছু সময় সে জাহান্নামীদের মত আমল করে থাকে।

এমনি ভাবে যে ব্যক্তি জাহান্নামের অধিকারী হিসেবে নির্ধারিত, সে অনিবার্য ভাবে এমন ধরণের আমল করবে, যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। যদিও জীবনের কিছু সময় সে জান্নাতীদের মত আমল করে থাকে। একারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ

﴿فوا الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار﴾

অর্থঃ "শপথ সেই আল্লাহ্র যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থাকে এমন সময় তক্দীরের লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের মত আমল করে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।"

ক্লাশ নোট

এমনিভাবে একজন জাহান্নামবাসীদের মত আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তক্দীরের লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

এথেকে বুঝা যায় তকদীর প্রাধান্যলাভকারী এবং পরিণাম অদৃশ্য। সুতরাং কারো জন্য সমীচীন নয় যে, বাহ্যিক অবস্থা দেখে ধোঁকায় পড়ে থাকবে। একারণেই দ্বীনের উপর অটল থাকা ও অন্তিম আমল উত্তম হওয়ার জন্য দু'আ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইবনু আবী জামরা বলেন, 'অনেক লোকের দ্বীনী অবস্থা সুন্দর হওয়ার পরও শেষ পরিণাম কি হবে এনিয়ে তারা খুবই চিন্তাগ্রস্থ থাকেন। কেননা তারা জানেন না, তাদের শেষ আমল কিরূপ হবে।'
একথা প্রমাণ করে যে ভাল-মন্দ কর্ম জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের আলামত স্বরূপ- ভাল-মন্দ কর্মই জান্নাত বা জাহান্নামকে অবধারিত করে না। প্রতিটি বিষয়ের পরিণতি পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালা ও তাক্বদীর অনুযায়ী হবে। একথাও প্রমাণ করে যে, সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কখনো দূর্ভাগা হতে পারে। আবার কখনো দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হতে পারে। কিন্তু এটা বাহ্যিক আমলের উপর ভিত্তি করে। কেননা আল্লাহ্র জ্ঞানে যা রয়েছে তা কখনই পরিবর্তন হবে না।

আবদুল হক আল-আকেবা নামক গ্রন্থে বলেন, 'যে ব্যক্তির বাহ্যিক কর্ম সুন্দর হয় এবং আভ্যন্তরিন অবস্থাও স্থিতিশীল হয় তার অন্তিম আমল সাধারণত: খারাপ হয় না। অন্তিম আমল সাধারণত: সেই সমস্ত লোকদের খারাপ হয়, যারা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে থাকে, অধিকহারে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে, অন্যায় কর্মে নিজেকে জড়িত রাখে, মৃত্যু হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করে, আর শয়তান ঐ মুহূর্তে তাকে বিভ্রান্ত করে। ফলে তার অন্তিম অবস্থা খারাপ হয় এবং সে অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করে। অবশ্য অধিকাংশ অবস্থার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। (আল্লাহ্ আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন)

একথা মু'মিনদের ক্ষেত্রেও কখনো প্রযোজ্য হয়। যেমন শেষ জীবনে এসে হয়তো মুরতাদ হয়ে গেল এবং সে অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ বরণ করল। এথেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।
আবার আনুগত্যশীল সৎ ব্যক্তিও কখনো অন্যায় হারাম কর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে। অবশ্য জাহান্নামে প্রবেশ করাটা সেখানে চিরকাল অবস্থানকে আবশ্যক করে না।

জান্নাত-জাহান্নাম পূর্ব নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও কি বান্দাকে আমল করতে হবে?

সাহাবীগণ (রা:) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেহেতু পূর্বেই তক্বদীর নির্ধরাণ হয়েই আছে সুতরাং আমল করে কি লাভ? তিনি জবাবে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি সে আমলই করবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বা যা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে। ইমরান বিন হুসাইন (রা:) বলেন, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহান্নামবাসী থেকে কি জান্নাতবাসীদেরকে পৃথকভাবে চেনা যায়? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমল করে কি লাভ? তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি সে আমলই করবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বা যা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে।[১]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে বর্ণনা করেছেন যে, বান্দার ঠিকানা কোথায় তা অজানা। সুতরাং তার জন্য আবশ্যক হল, যে বিষয়ে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। কেননা সাধারণভাবে কর্মের মাধ্যমে চেনা যায় তার ঠিকানা কোথায়। যদিও কখনো কারো শেষ পরিণাম ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমনটি আমরা ইবনু মাসঊদ (রা:) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছে দেখতে পাই। কিন্তু এব্যাপারে কারোই কোন জ্ঞান নেই। সুতারাং তার উপর অব্যশক হল আনুগত্যশীল কর্ম বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। কোন আমলই পরিত্যাগ করবে না। কেননা নির্দেশিত আবশ্যিক কর্ম পরিত্যাগ করলে তাকে লাঞ্ছিত হতে হবে এবং সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। একথার সত্যায়ন এ আয়াতে পাওয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[১] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র, অনুচ্ছেদঃ কলম লিখে ফেলেছে, হাদীছ নং- ৬১০৭, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র, অনুচ্ছেদঃ মাতৃগর্ভে মানুষ সৃষ্টি, হাদীছ নং- ৪৭৮৯।

ক্লাশ নোট

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا(٧)فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(٨)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا(٩)وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

অর্থঃ "শপথ প্রাণের এবং তাঁর যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অত:পর তাকে তার সৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে ব্যর্থ মনোরথ হবে, যে নিজেকে কুলষিত করবে।" (সূরা শামসঃ ৭-১০)

আবুল আসাদ দুআলী (র:) ইমরান (রা:)কে প্রশ্ন করলেন, এটা কি জুলুম হবে না? তিনি বললেন, না। কেননা প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ ও সবকিছুর কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কেউ নেই।[১]

হাদীছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোঃ

ক) হাদীছে ধর্মের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য দু'আ করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করতেন, (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ) "হে অন্তকরনের পরিবর্তনকারী প্রভু আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখ।

খ) অন্তিম আমল খারাপ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। একারণে পূর্বসূরী পূণ্যাত্মাগণ সর্বদা (سوء الخاتمة) বা অন্তিম আমল খারাপ হওয়ার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রভুর দরবারে অধিকহারে প্রার্থনা করতেন।

সুতরাং স্বীয় আমল এবং ধার্মিকতা দেখে কেউ যেন ধোঁকাবাজির মধ্যে না পড়ে। বরং প্রত্যেকের উচিত ভীতি এবং ভরসার মধ্যে থাকা। আশঙ্কা এবং প্রত্যাশার সাথে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকা।

গ) কৃত কর্মই হলো জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী হওয়ার মাধ্যম।

ঘ) যে ব্যক্তি স্বীয় সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, সে যেন স্রষ্টার, যিনি তাকে উত্তম আকৃতিতে তৈরী করেছেন- তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করে এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকে।

ঙ) কে সৌভাগ্যবান আর কে দুর্ভাগা একথা আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না।

চ) শ্রোতাকে নিশ্চিত করার জন্য সত্য সংবাদের উপর শপথ করা জায়েজ।

ছ) রিযিক উপার্জনের উপায় অবলম্বন করে অর্জিত বস্তু সামান্য হলেও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। উহার প্রতি লোভ-লালসা না করা, এবং রিযিক উপার্জনের জন্য দ্বীন-ধর্ম, মান-ইজ্জত ও ব্যক্তিত্বকে বিক্রয় না করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার প্রাপ্য রিযিক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

জ) জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্র হাতে। নির্ধারিত বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কেউ মৃত্যু বরণ করবে না। এবিশ্বাস বান্দার অন্তরে বীরত্বের শক্তি যোগায়। ফলে পৃথিবীতে সে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করে না। কেননা, তার জীবনের সীমা তো আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট হয়েই আছে। তাতে সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারো নেই।

ঝ) ভাল-মন্দ আমলসমূহ একটি নিদর্শন, উহা জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশকে আবশ্যক করে না।

ঞ) কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মায়ের প্রতি করুনার্থে এই স্তরগুলো সাজানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা একবারেই তা সৃষ্টি করতে পারেন।

ট) গর্ভস্থ ভ্রুণ বিনষ্ট করা কোন মহিলার জন্য বৈধ নয়। কেননা ভ্রুণ তৈরী হয়ে গেছে। সম্ভবত: তার আকৃতিও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

ঠ) এহাদীছ থেকে পূণরুত্থান যে হক ও সত্য একথা প্রমাণিত হয়। কেননা, মানুষকে যিনি তুচ্ছ এক কাতরা পানি থেকে সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি পুনরায় তাকে ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই ক্ষমতাবান।

---

[1] - ফতহুল বারী, ১১/৪৯৩

ক্লাশ নোট

ড) কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, ৪ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যদি ভ্রুণের গর্ভপাত ঘটে যায়। তাহলে তার উপর জানাযা পড়তে হবে। কেননা, তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে। ইমাম আহমদ এই মত ব্যক্ত করেছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকেও এরূপ বর্ণনা এসেছে এবং উহা ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাকের দ্বিতীয় মত।

প্রশ্নমালাঃ

১) নীচের হাদীছটি পূর্ণ করে লিখুনঃ হযরত অবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত। "তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে ----------।

২) এহাদীছের বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন

৩) হাদীছটির গুরুত্ব বর্ণনা করুন?

৪) হাদীছটিতে মানব সৃষ্টির কতগুলো স্তর উল্লেখিত হয়েছে? প্রত্যেকটি স্তরের মেয়াদ সহ তা উল্লেখ করুন

৫) মানুষের অন্তিম আমলটিই হল মূল- হাদীছ থেকে একথার সত্যতা প্রমাণ করুন?

৬) অত্র হাদীছ থেকে পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করুন?

৭) হাদীছটির গুরুত্ব বর্ণনা করুন?